গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
কল্যাণ অনুদান নীতিমালা

প্রথম খন্ডঃ প্রাথমিক বিষয়াদি

০১। নামকরণ ও প্রয়োগঃ

এই নীতিমালা সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অনুদান ও অন্যান্য সুবিধাদিখাতের আওতায় কৃতিত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক কল্যাণ অনুদান নীতিমালা বলে গণ্য হবে এবং তা সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হবে।

০২। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক বলতে- যাদের মাসিক আয় ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা বা তার নিম্নে তাঁদেরকে বোঝাবে।

০৩। ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক কল্যাণ অনুদানের উদ্দেশ্যঃ এই অনুদানের উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

(১) সম্মানী অনুদান প্রদানঃ- জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকসহ বিশেষ কৃতিত্ব বা সাফল্য অর্জনকারী বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদকে সম্মানসূচক অনুদান প্রদান করা।

(২) অনুদান প্রদানঃ-

(ক) ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এমন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠককে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুদান প্রদান করা;

(খ) কোন প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণকালে বা প্রতিযোগিতাকালে আহত হয়েছেন এমন ক্রীড়াবিদকে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুদান প্রদান করা;

(গ) ক্রীড়াচর্চার কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এবং পরবর্তীতে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন এমন ক্রীড়াবিদকে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুদান প্রদান করা;

(ঘ) বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকের মৃত্যুর পর তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুদান প্রদান করা;

(ঙ) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকগণ এ অনুদান পাবেন;

(৩) যেসব ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক সরকারি অন্য উৎস থেকে ভাতা বা আর্থিক অনুদান পান, সেসব ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক কল্যাণ অনুদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

দ্বিতীয় খন্ডঃ কমিটি গঠন

০৪। (ক) কমিটি গঠনঃ- ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক কল্যাণ অনুদান কমিটি নিম্নরুপভাবে গঠিত হবেঃ

(১)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সহ-সভাপতি
(৩)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	-	সদস্য
(৪)	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	-	সদস্য
(৫)	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য
(৬)	মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন	-	সদস্য
(৭)	উপসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৮)	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(১০)	মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক/ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	-	সদস্য
(১১)	সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সংশ্লিষ্ট শাখা)	-	সদস্য-সচিব

০৫। কমিটির কার্য-পরিধিঃ (ক) আবেদন আহবান, গ্রহণ, বাছাই ও মূল্যায়ন;
(খ) অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ এবং সুপারিশ করা।

০৬। কোরামঃ

কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য কমিটির সভায় উপস্থিত থাকলে কমিটির সভায় কোরাম হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

০৭। কমিটির মনোনীত সদস্যদের মেয়াদঃ

(১) কমিটির মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের দিন থেকে ২(দুই) বৎসর পর্যন্ত সদস্যপদে বহাল থাকবেন ;

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ, দেউলিয়া, অপ্রকৃতিস্থ বা নৈতিকভাবে গর্হিত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্তির কারণে মনোনীত সদস্য তাঁর সদস্যপদ হারাবেন ;

(৩) কোন মনোনীত সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে কমিটির সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করবেন এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা ও পদত্যাগপত্র দাখিলের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে যেটি আগে হয়, তখন থেকে পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

০৮। কমিটির সদস্যের শূন্য পদ পূরণঃ

কমিটির সদস্যের শূন্যপদ নিম্নবর্ণিতভাবে পূরণ করা হবেঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ৭ এর (১), (২) ও (৩) এর আওতায় কমিটির মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উক্ত পদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

(খ) কোন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রতিনিধি পদ শূন্য হলে পদাধিকার বলে উক্ত পদ পূরণ হবে।

০৯। কমিটির সভাঃ

বৎসরে কমপক্ষে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে কমিটি দুইয়ের অধিক সভায় মিলিত হতে পারবে।

১০। জেলা পর্যায়ে উপ-কমিটি গঠনঃ

(ক) জেলা পর্যায়ে আবেদনগুলি যাচাই/বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে নিম্নরুপভাবে উপ-কমিটি গঠন করা হ'লঃ

(১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সহ-সভাপতি
(৩)	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়	-	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৫)	সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৬)	সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৭)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০২(দুই) জন ক্রীড়া সংগঠক		
(৮)	জেলা ক্রীড়া অফিসার, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য-সচিব

(খ) উপ-কমিটির কার্যপরিধিঃ-

নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই করে সঠিক আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

তৃতীয় খন্ডঃ অনুদান

১১। অনুদানের পরিমাণ ও মেয়াদঃ

সভায় অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না হলে এই নীতিমালার আওতায় প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ও মেয়াদ নিম্নরুপ হবেঃ

(১) পরিমাণঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ৩(১) এর ক্ষেত্রে কমিটি কৃতিত্ব বা সাফল্যের মাপকাঠীতে যে পরিমাণ সম্মানী অনুদান উপযুক্ত মনে করেন সে পরিমাণ অনুদান প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে;

(খ) অনুচ্ছেদ-৩ এর ২ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি মাসিক ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা, ১,২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা এবং ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে।

(২) মেয়াদঃ

আর্থিক অস্বচ্ছতার কারণে রাজস্ব বাজেট হতে প্রদান করা হয় বিধায় এ অনুদান আজীবন অনুদান হিসেবে গণ্য করা যাবেনা। প্রত্যেক বছরে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিষয়টি কমিটির সভায় পুণঃ বিবেচনা করা হবে এবং অনুদানের জন্য পত্রিকায় বা অন্য কোন উপায়ে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছক মোতাবেক প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে।

১২। আবেদন করার নিয়মাবলীঃ

অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

চতুর্থ খন্ডঃ অনুদান মঞ্জুরী

১৩। অনুদান আহরণ পদ্ধতিঃ

(ক) অত্র নীতিমালার আওতায় অনুদান মঞ্জুরী পত্রসমূহ স্বতন্ত্রভাবে জারি করা হবে।

(খ) অত্র নীতিমালার আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ জাতীয় রাজস্ব বাজেটভূক্ত বিধায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত অনুদান আহরণ করা যাবে। তবে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মঞ্জুরী আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলাসমূহের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণের অনুকূলে ক্ষমতাপত্র জারি করবেন।

(গ) যে সকল বিষয়ে অত্র নীতিমালায় কোন উল্লেখ করা হয়নি, সে সকল বিষয়ে কমিটি সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুদান বন্ধ, বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবে।

১৪। এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

০৬/৯/২০১৮ ইং

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়